**[খসড়া]**

****

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

## পরিবেশ অধিদপ্তর

## হালদা নদী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

****

**পরিবেশ অধিদপ্তর**

**পরিবেশ ভবন**

**ই/১৬ আগারগাঁও, শের-ই বাংলা নগর**

**ঢাকা ১২০৭**

**জানুয়ারি ২০১৭**

**হালদা নদী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার**

**পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা**

**১.০ ভূমিকা**

প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নম্বর আইন, সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)-এর ধারা ৫-এর উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর বিধি ৩ এবং প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ অনুসারে অনন্য জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বা পরিবেশগত বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করা বা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন সে সমস্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA /ইসিএ) ঘোষণা করা যায়।

হালদা বাংলাদেশের একমাত্র জোয়ার ভাটার নদী যেখানে কার্প জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয় । হালদা নদী খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার পাতাছড়ি পাহাড়ী এলাকার এক ঝর্ণা থেকে উৎপত্তি হয়ে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি হাটহাজারী রাউজান উপজেলা ও চট্টগ্রাম মহানগরের চান্দগাঁও থানার কালুরঘাট এলাকায় কর্ণফুলী নদীতে মিশেছে। এই নদীটি বাংলাদেশের একমাত্র কার্প জাতীয় মাছের বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জিন ব্যাংক। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নম্বর আইন, সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)-এর ধারা ৫-এর উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর বিধি ৩, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার পাতাছড়ি পাহাড়ী এলাকা হতে উৎপত্তি হয়ে চট্টগ্রাম মহানগরের চান্দগাঁও থানার কালুরঘাট এলাকায় কর্ণফুলী নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রবহমান হালদা নদী ও নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকার মৌজাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে হালদা নদী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA /ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। হালদা ইসিএ-তে নিষিদ্ধ কার্যাবলী এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১০.০-এ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের যথাযথ প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় গণসচেতনতার মাধ্যমে ইসিএ ঘোষিত নদী, নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকার প্রতিবেশ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকাটি প্রণীত হল।

**২.০ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য**

(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ঘোষিত হালদা নদীর ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবেশ (Ecosystem) ও আবাসস্থল (Habitat)-এর পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা যাতে অন্যান্য বিষয়সহ কার্প জাতীয় মাছের বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জিন ব্যাংক ও আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা যায়।

(২) পানীয় জলের উৎস, চাষাবাদ, গৃহস্থালি, বিনোদন ও অন্যান্য কাজে হালদা নদীর পানি ব্যবহার উপযোগীকরণ।

(৩) প্রতিবেশগতভাবে বিপন্ন ও স্পর্শকাতর এলাকাসমূহ সংরক্ষণ এবং তীরবর্তী এলাকাসহ হালদা নদীকে দূষণমুক্ত রাখা।

(৪) হালদা নদীর পরিবেশগত উপযোগিতা নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখা।

(৫) সুষম প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় রেখে জনগণের সুবিধার জন্য হালদা নদীর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৬) প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানববসতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা করা।

(৭) হালদা নদী সুরক্ষায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে কার্যকরী ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

**৩.০ নির্দেশিকার পরিধি ও প্রয়োগক্ষেত্র**

(১) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নম্বর আইন, সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)-এর ধারা ৫-এর উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭-এর বিধি ৩ অনুসারে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার বাদনাতলী পাহাড়ী এলাকা হতে উৎপত্তি হয়ে চট্টগ্রাম মহানগরের চান্দগাঁও থানার কালুরঘাট এলাকায় কর্ণফুলী নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রবহমান হালদা নদী ও নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকার মৌজাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে ঘোষিত হালদা নদী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA /ইসিএ)-এর ক্ষেত্রে নির্দেশিকাটি প্রযোজ্য হবে।

(২) নির্দেশিকাটি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)-এর আওতায় পরবর্তীকালে ঘোষিত অন্যান্য প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)-এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

**৪.০ চৌহদ্দি নির্ধারণ**

সি.এস/আর.এস ম্যাপের ভিত্তিতে ইসিএ ঘোষিত হালদা নদীর সীমানা এবং ৫০০ মিটার বাফার এলাকা নির্ধারণ করে চিহ্নিত করতে হবে। কনক্রিট পিলার বা অন্য কোনো সুস্পষ্ট ভৌত চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ইসিএ ঘোষিত নদী এবং ইসিএ-এর নির্ধারিত সীমানা চিহ্নিত করে দিতে হবে। জিপিএস পদ্ধতিতেও ইসিএ-ও সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।

**৫.০ বাফার প্রতিষ্ঠাকরণ**

হালদা নদীর সুরক্ষার জন্য বাফার এলাকা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং একই সাথে উক্ত এলাকার সম্পদসমূহ টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থাকবে। বাফার এলাকাকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে। এই বাফার এলাকা দূষণ নিরোধক ও নদীতীর সুরক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নদীর ফোরশোরসহ বাফার এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইসিএ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বাফার এলাকার ব্যবস্থাপনা এবং এর ভূমি ব্যবহারের বিষয়টি নির্ধারিত থাকবে।

**৬.০ ইসিএ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো**

সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি পক্ষের সমন্বয়ে সুষ্ঠুভাবে ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইসিএভুক্ত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়্যারম্যানের সভাপতিত্বে ইসিএ সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। হালদা নদী ইসিএ-র পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য এর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন পেশার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে প্রয়োজন অনুসারে গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠিত হবে। উল্লেখ্য, হাকালুকি হাওর ইসিএ, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ইসিএ, সোনাদিয়া দ্বীপ এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইসিএসমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য ইতোমধ্যে সিলেট মৌলভীবাজার ও কক্সবাজার জেলা ইসিএ কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট দশটি উপজেলা ইসিএ কমিটি এবং ইসিএসমূহে গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, VCG /ভিসিজি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভিসিজিসমূহ ইসিএ-র প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণসহ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হবে। মাঠপর্যায়ে হালদা নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিম্নরূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রয়োজন অনুসারে এই কাঠামোতে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

হালদা নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য ইসিএতেও অনুসরণযোগ্য)

সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে ইসিএ ব্যবস্থাপনার এই কাঠামো অনুসরণ করতে হবে

**৬.১ হালদা নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত কমিটিসমূহ**

**৬.১.১ হালদা নদী সংরক্ষণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি**

মাছের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা (Genetic Purity) অক্ষুণ্ন রাখতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাংলাদেশের রুই জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণের নিমিত্ত হালদা নদীকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব/সচিবকে আহবায়ক করে ৬ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯ (উনিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১. মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা আহবায়ক

২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সদস্য-সচিব

৩. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সদস্য

৪. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সদস্য

৫. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা সদস্য

৬. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সদস্য

৭. সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সদস্য

৮. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সদস্য

৯. মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা সদস্য

১০. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা সদস্য

১১. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা সদস্য

১২. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা সদস্য

১৩. মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা সদস্য

১৪. কার্যনির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, ঢাকা সদস্য

১৫. চেয়ারম্যান, ইন্সটিটিউট অব মেরিন সাইয়েন্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সদস্য

১৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম ওয়াসা সদস্য

১৭. সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স, চট্টগ্রাম সদস্য

১৮. জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম সদস্য

১৯. পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম সদস্য

**কমিটির কার্যপরিধি**

ক। হালদা নদীর উৎসস্থল হতে কর্ণফুলীর সংযোগ স্থল পর্যন্ত কোথাও কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে মিঠা পানির প্রবাহ ও গতি বৃদ্ধি করা;

খ। হালদা নদীর রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংলগ্ন খালসমূহে পানিধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে হালদা নদীতে লবণাক্ততা প্রবেশের ঝুঁকি হ্রাসে ব্যবস্থা গ্রহণ করা । শুষ্ক মৌসুমে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে কর্ণফুলী নদীতে পানির ডিসচার্জ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থ্া করা যাতে সমুদ্রের লোনা পানি কর্ণফুলী নদী ও হালদা নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রবেশ করতে না পারে;

ঘ। হালদা নদীর মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র সংযুক্ত ১২টি খালের মুখে স্থাপিত স্লুইস গেটসমূহের ব্যাপারে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই)-এর সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঙ। হালদা নদীর গড়দুয়ারা নামক স্থানে গড়দুয়ারা বাঁকটি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য বাঁকসমূহ অক্ষুন্ন রাখা;

চ। চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক হালদা নদী হতে পানি উত্তোলনের জন্য আর কোনো স্থাপনা তৈরি না করে স্বাদু পানির অন্য কোনো উৎসের সন্ধান করা;

ছ। প্রজনন ক্ষেত্রে মা মাছের অবাধ ও নিরাপদ বিচরণ নিশ্চিত কারা। মা মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;

জ। নদীর উৎস্য স্থলের টিলা ও পাহাড়ী ভূমিতে মাটি ক্ষয়রোধে উপযোগী বনায়ন গ্রহণ করা। বৃক্ষনিধন রোধ করা;

ঝ। নদীর তীর ভূমির সর্বত্র ফলপ্রসু, কার্যকর এবং টেকসই দেশজ সবুজ বৃক্ষ বেষ্টনী সৃষ্টি এবং এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা;

ঞ। হালদা নদীকে মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থাস্বরূপ নদীর তীরে পতিত খাস জমিতে পুকুর খনন করে মাছ চাষের সুবিধা সৃষ্টি করা, পুকুর পাড়ে সবজি ও দ্রুত বর্ধনশীল ফলের চাষাবাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রণোদনা প্রদানে ব্যবস্থা করা;

ট। ডিম আহরণকারীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

**৬.১.২** **জাতীয় কমিটি**:-

প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬-এ বর্ণিত নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় কমিটি থাকবেঃ

1. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি এর সভাপতিও হবেন;

2. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

3. প্রধান বন সংরক্ষক;

4. ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

5. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

6. কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

7. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

8. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

9. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

10. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

11. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

12. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

13. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

14. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

15. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর;

16. ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাসট্রিজ এর অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

17. সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অন্যূন একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অন্যূন একজন সহযোগী অধ্যাপক; এবং

18. মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি।

দফা (17) এবং (18) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে ৪(চার) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন; তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক কোনো কারণ দশার্নো ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোনো মনোনীত সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবেন:

অধিদপ্তর জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়ক প্রদান করবে।

**জাতীয় কমিটির কার্যপরিধি**

(ক) জাতীয় কমিটি স্ব উদ্যোগে অথবা কোনো তথ্যের ভিত্তিতে যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, কোনো এলাকার প্রতিবেশ সঙ্কটাপন্ন হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে জাতীয় কমিটি আইনের ধারা ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন ঘোষণা করার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

(খ) সুপারিশ পেশ করার ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট এবং পাশ্ববর্তী এলাকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে, যথা:-

1. বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীব বৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসহ সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাওড়, লেক, জলাভূমি, পাখির আবাসস্থল, মৎস্য অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় এলাকায় অবক্ষয়;

2. প্রতিবেশ সঙ্কটাপন্ন হইবার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকিসমূহ;

3. দেশীয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়;

4. অন্য কোনো আইনের অধীন উক্ত এলাকা বা এর কোনো অংশকে বিশেষ এলাকা ঘোষণা করা হলে তার শর্তাবলী;

5. অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি;

6. বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতি নিদর্শন, বস্তু বা স্থান এবং

7. উপরি-উল্লিখিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

ব্যাখা:- দফা (1) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “জীববৈচিত্র্য” অর্থ জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ, এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা (species diversity), কৌলিগত বিভিন্নতা (genetic diversity) ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতাও (ecosystem diversity) এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

(গ) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশ সঙ্কটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগণের জীবন-জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করবে।

(ঘ) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশ সঙ্কটাপন্ন এলাকায় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

**জাতীয় কমিটির সভা:-**

ক. জাতীয় কমিটি বছরে একবার সভায় মিলিত হবে।

খ. জাতীয় কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

গ. সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাবে।

ঘ. জাতীয় কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ঙ. জাতীয় কমিটির সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হবে না।

চ. কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

**৬.১.৩ হালদা নদীর প্রতিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভাগীয় কমিটি**

হালদা নদীর অনন্য বৈশিষ্ট্য রক্ষা, কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন ক্ষেত্রের প্রতিবেশ ব্যবস্থা সুরক্ষা সর্বোপরি পানিপ্রবাহ অক্ষুণ্ন ও পানি দূষণ রোধ তথা নদীর পরিবেশ সংরক্ষণকল্পে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারকে আহবায়ক করে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি/বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়ে একটি বিভাগীয় কমিটি থাকবেঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ | আহবায়ক |
|  | ডি.আই.জি., চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম ওয়াসা | সদস্য |
|  | পরিচালক (প্রশাসন), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ | সদস্য |
|  | জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি | সদস্য |
|  | সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, এল.জি.ই.ডি., চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
|  | সহযোগী অধ্যাপক, ইন্সটিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | সভাপতি, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | ব্যুরো প্রধান, চ্যানেল আই, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক পূর্বকোণ, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | হালদার ডিম সংগ্রহকারী, গড়দুয়ারা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | জেলে, মাদার্শা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম | সদস্য-সচিব |
|  | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএডিসি, চট্টগ্রাম | সদস্য |
|  | উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম সদস্য | সদস্য |

**কমিটির কার্যপরিধি:**

(ক) হালদা নদীর পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন এবং এগুলো বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি করা।

(খ) প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত সমস্যার কারণে হালদা নদীর প্রতিবেশগত অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি সরকারকে অবহিত করবে এবং উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও ক্ষেত্র বিশেষে সরকারের নিকট সুপারিশমালা পেশ করবে।

(গ) কমিটি হালদা নদীর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যাবতীয় উদ্যোগ সমন্বয় করবে।

(ঘ) হালদা নদীতে কিংবা এর তীরবর্তী স্থানে সরকারি/বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কারণে হালদা নদীর প্রতিবেশগত অবস্থা সংকটের মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে কমিটি উক্ত উন্নয়ন প্রকল্প ও স্থাপনার কার্যক্রমে বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারবে কিংবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠাবে।

(ঙ) সরকার কর্তৃক হালদা নদীকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ঘোষণা করা হলে কমিটি এতদসংক্রান্ত গৃহীত বাধা-নিষেধ তদারকি করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(চ) কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সভা করবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোনো সময় সভা আহ্বান করতে পারবে।

(ছ) কমিটি প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

**৬.১.৪ জেলা কমিটি**

প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জেলা কমিটি থাকবেঃ

1. ডেপুটি কমিশনার, যিনি এর সভাপতিও হবেন;

2. সুপারেনটেনডেন্ট অব পুলিশ;

3. অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব);

4. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

5. নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

6. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

7. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

8. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

9. বন বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা;

10. উপপরচিালক, সমাজসবো অধদিপ্তর;

11. সংশ্লষ্টি উপজলো নির্বাহী অফিসারগণ;

12. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা;

13. জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

14. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

15. সভাপতি, জেলা আইনজীবি সমিতি;

16. সভাপতি, জেলা প্রেসক্লাব;

17. উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড

18. জেলা সমবায় কর্মকর্তা

19. ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হতে অনধিক ৭(সাত) জন ব্যক্তি; এবং

20. পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

কোনো প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা একাধিক জেলায় অবস্থিত হলে, বিভাগীয় কমিশনার জেলা কমিটির দায়িত্ব পালন করবেন।

**জেলা কমিটির কার্যপরিধি**

ক. প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটিকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান; এবং এতদসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অধিদপ্তরে সুপারিশ প্রেরণ;

খ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় কোন কোন ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাবে না সে সম্পর্কে উপজেলা কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে জাতীয় কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

গ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

ঘ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধের ফলে জীবিকা সীমিত হলে, বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

চ. সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, এবং প্রয়োজনে দিকনির্দেশনা প্রদান;

ছ. কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কার্য করলে বা করবার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা একাধিক উপজেলায় অবস্থিত হলে, উপজেলা কমিটিসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; এবং

ঝ. সরকার বা জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

**জেলা কমিটির সভা**

ক. জেলা কমিটি বছরে তিনবার সভায় মিলিত হবে।

খ. জেলা কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

গ. সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাবে।

ঘ. জেলা কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ঙ. জেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হবে না।

চ. কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

**৬.১.৫ উপজেলা কমিটি:-** প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা যে উপজেলায় অবস্থিত সে উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি উপজেলা কমিটি থাকবেঃ

1. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি এর সভাপতিও হবেন;

2. সহকারী কমিশনার (ভূমি);

3. উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা;

4. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

5. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

6. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;

7. রেঞ্জ কর্মকর্তা, বন বিভাগ, যদি থাকে;

8. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

9. উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা;

10. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

11. উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

12. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;

13. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা;

14. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান;

15. গ্রাম সংরক্ষণ দল দ্বারা গঠিত প্রত্যেক সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা সম্পাদক;

16. উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হতে অনধিক ৫(পাচঁ) জন ব্যাক্তি; এবং

17. পরিবেশ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

**উপজেলা কমিটির কার্যপরিধি**

ক. প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান; এবং এতদসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে জেলা কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

খ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় কোন কোন ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাবে না সে সম্পর্কে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে জেলা কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

গ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সরজমিন পরিদর্শন এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

ঘ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার কোন কর্ম নিষিদ্ধের ফলে জীবিকা সীমিত হলে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

চ. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;

ছ. কোনো ব্যাক্তি প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কাজ করলে বা করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ. সমবায় সমিতি গঠন এবং গ্রাম সংরক্ষণ দল নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান;

ঝ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন অংশজনের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঞ. তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ; এবং

ট. সরকার, জাতীয় কমিটি বা জেলা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

**উপজেলা কমিটি সভা**

ক. উপজেলা কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

খ. উপজেলা কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

গ. উপজেলা কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ঘ. উপজেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে, তবে ‍মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ঙ. কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

**৬.১.৬ ইউনিয়ন ইসিএ সমন্বয় কমিটি**

প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা যে ইউনিয়নে অবস্থিত সে ইউনিয়নে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সমন্বয় কমিটি থাকবেঃ

1. চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, যিনি এর সভাপতিও হবেন;

2. উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা;

3. ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা;

4. ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

5. ফরেস্টার, বন বিভাগ (নিকটতম কার্যালয়ের কর্মকর্তা);

6. ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্য;

7. গ্রাম সংরক্ষণ দল সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা সম্পাদক;

8. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হতে অনধিক ৫(পাচঁ) জন ব্যাক্তি; এবং

9. পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা, যিনি এর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

**ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি**

ক. গ্রাম সংরক্ষণ দলসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে; এবং

খ. গ্রাম সংরক্ষণ দল কর্তৃক উহার কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে উদ্ভৃত কোনো সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করিবে।

**ইউনিয়ন ইসিএ সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধি**

(ক) এলাকায় প্রতিবেশগত সংকট সৃষ্টির কারণ ও পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃজন;

(খ) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অবহিতকরণ ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহায়তাকরণে তাদের উদ্বুদ্ধকরণ;

(গ) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন ও সম্ভব বলে প্রতীয়মান হলে সে ব্যাপারে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

(ঘ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সাধারণভাবে করণীয় ও অকরণীয় (do’s and don’ts) সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃজন;

(ঙ) সময় সময় সরেজমিন এলাকা পরিদর্শন এবং ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(চ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো কাজ নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া এলাকাবাসীর জীবিকার বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;

(ছ) স্থানীয় চাহিদার আলোকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ;

(জ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান এবং সমন্বয়সাধন;

(ঝ) এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যেন কেউ না-করে সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং সেই রূপ কাজ কেউ করলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে অবিলম্বে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা বন্ধকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ঞ) উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাজ।

**৬.২ গ্রাম সংরক্ষণ দল**

১. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য উক্ত এলাকা বা এর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক বা একাধিক গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠন করা যাবে।

২. গ্রাম সংরক্ষণ দলকে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১(২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হতে হবে।

৩. এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য কোনো গ্রাম সংরক্ষণ দল সমবায় সমিতি আইন ২০০১(২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত হলে, তা প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬-এর অধীন গঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

**গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলী:-** গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ, যথা:-

ক. প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

খ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত যে সকল কার্য করা যাবে এবং যে সকল কার্যক্রম করা যাবে না সে সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

গ. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

ঘ. কোনো ব্যাক্তি প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কার্য করলে বা করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

ঙ. অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় তহবিল সংরক্ষণ;

চ. তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ; এবং

ছ. সরকার, অধিদপ্তর, জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন

**৭ .০ সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা:-**

১. প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ অনুযায়ী সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা যাবে।

২. আপতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত অলাভজনক কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা বা এর অংশ বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে আগ্রহী হলে, তাকে মহাপরিচালকের কাছে আবেদন করতে হবে।

৩. আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক এতৎসম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে যদি উক্ত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবেশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন, তাহলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত করে চুক্তির খসড়া দাখিলের জন্য পত্রের মাধ্যমে উক্ত সংস্থাকে অনুরোধ করবেন, যথা:-

ক. প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে বিস্তারিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রস্তাব;

খ. সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়নের পরিমাণ ও পদ্ধতি;

গ. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার ব্যবস্থা; এবং

ঘ. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আঙ্গীকার।

৪. মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কোনো কমিটি বা কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্য প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন।

**৮.০ অপরাধ ও দণ্ড**

কোনো ব্যক্তি এই প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬-এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে তা হবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

**৯.০ পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান**

(১) হালদা নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি অনুধাবনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় নির্দেশক (Indicator) নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

(২) হালদা নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মৎস্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে একটি ভ্রাম্যমাণ তত্ত্বাবধান দল থাকবে। এই দলের তাৎক্ষণিক পরিবেশগত পরিবীক্ষণ সুবিধা ও আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে।

**১০.০ ইসিএ ঘোষিত হালদা নদীতে যেসব কার্যাবলী নিষিদ্ধ**

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০)-এর ধারা ৫-এর উপ-ধারা (৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে হালদা নদী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিম্নলিখিত কাজ বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

(১) স্থলজ বা জলজ পরিবেশে বসবাসরত বন্যপ্রাণী ধরা বা শিকার

(২) মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতিরেকে নদী হতে যে কোনো ধরনের মা মাছ, মাছের পোনা কিংবা মাছের ডিম সংগ্রহ করা

(৩) প্রজনন ক্ষেত্রে মা মাছের অবাধ ও নিরাপদ বিচরণ বিঘ্নিত করে এমন সকল কার্যকলাপ

(৪) ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ

(৫) মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

(৬) মাছ এবং অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য ক্ষতিকারক যে কোনো কার্যকলাপ

(৭) নদীর চারপাশের বসতবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য কিংবা তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ

(৮) নদী হতে মাটি, বালু কিংবা পাথর উত্তোলন কিংবা ড্রেজিং করা

(তবে প্রাকৃতিক কারণে নদী ভরাট হয়ে গেলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব দূরীকরণের জন্য পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন করে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি নিয়ে মাটি, বালু, পাথর উত্তোলন বা প্রয়োজনে ড্রেজিং করা যাবে।)

(৯) হালদা নদীর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে বাঁক কেটে গতিপথ সরলরৈখিককরণসহ এমন সকল ধরনের কার্যকলাপ

(১০) হালদা নদীর প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন কর্মকাণ্ড যেমন রাবার ড্যামের মাধ্যমে পানি ধারণ ও ছেড়ে দেওয়া পরিচালনা (Water Retention and Release Operation) কর্মকাণ্ডসহ নদীর উজান থেকে পানি প্রত্যাহার

(১১) নদীর উৎসস্থলের টিলা, পাহাড়ী ভূমি ও ওয়াটারশেড-এ যে কোনো ধরনের বৃক্ষনিধন

(১২) প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ

**১১.০ হালদা নদী ইসিএ-তে নিষিদ্ধ কার্যক্রমসমূহ বন্ধ রাখা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় করণীয়সমূহ**

**১১.১ স্থলজ বা জলজ পরিবেশে বসবাসরত বন্যপ্রাণী শিকার**

আইন ভঙ্গ করে কোনো প্রকার স্থলজ বা জলজ পরিবেশে বসবাসরত বন্যপ্রাণী, পাখি এবং মাছসহ স্থলজ ও জলজ বা উভচর অন্যান্য প্রাণী শিকার যাতে না হয় সে লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের আইনের প্রয়োগ জোরদার করতে হবে। বন্যপ্রাণী শিকার যাতে বন্ধ হয় সে লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলতে হবে।

**১১.২ নদী-খাল-জলাভূমি-প্লাবনভূমি-জলাশয়ে মা-মাছ ধরা বা শিকার**

নদী-খাল-জলাভূমি-প্লাবনভূমি-জলাশয়ে মা-মাছ ধরা বা শিকারের কর্মকাণ্ড বন্ধ করার ক্ষেত্রে নদীর উপর নির্ভরশীল জেলে সমাজ বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জেলেদের পুর্নবাসনের উদ্যোগ নিতে হবে। সমবায়ের ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মাছ চাষের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মা-মাছ ধরা নিষিদ্ধ করতে মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।

**১১.৩ প্রজনন ক্ষেত্রে মা-মাছের অবাধ ও নিরাপদ বিচরণ বিঘ্নিত করে এমন সকল কার্যকলাপ**

প্রজননকালে মা-মাছ যাতে নিরাপদে ডিম ছাড়তে পারে তার জন্য প্রজননক্ষেত্রে তাদের বিচরণে সকল বাঁধা দূর করতে হবে। নদীর প্রতিবেশ ও প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্রের জন্য ক্ষতিকর নদীর উজান থেকে পানি প্রত্যাহার, রাবার ড্যাম ও স্লুইসগেটের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এ-সব কর্মকাণ্ড বন্ধ করার প্রয়োজন পড়তে পারে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহের জন্য নদীর সাথে সংযুক্ত সকল খাল পুনঃখনন করতে হবে। হালদা নদীর মা-মাছের আশ্রয়স্থল ও প্রজননক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত ৫৪টি ’কুম’ বা ’কুয়া’তে প্রজনন মৌসুমে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা রাখতে হবে। নদীর বাঁক কেটে সোজাকরণের কারণে যেন প্রজনন ক্ষেত্রে মা-মাছের চলাচল বিঘ্ন না হয় সে লক্ষ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

**১১.৪ প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ**

প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ যেমন গাছপালা-ঝোঁপঝাড়-বন-জঙ্গল ধ্বংস বা পরিষ্কার বা কর্তন বা অপসারণ করা যাবে না। ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন করা যাবে না। নদীর উৎসমুখের গাছপালা নিধন বন্ধ করতে হবে। এ-জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)-তে বালি বা মাটি উত্তোলন অপরিহার্য বিবেচিত হলে সে ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে। এ-ছাড়া নদীর স্বাভাবিক গতিপথ কেটে সোজা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ইতোমধ্যে বাঁক কেটে সোজা করা স্থানে পুনরায় বাঁক সৃষ্টি করা যেতে পারে। অবৈধ দখল উচ্ছেদ বা রোধ করার জন্য সি.এস./আর.এস রেকর্ড অনুসারে হালদা নদীর সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

**১১.৫ ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ**

ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ বন্ধ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, VCG /ভিসিজি)-কে সক্রিয় করতে হবে এবং নদী বা এর ফোরশোর এলাকায় যাতে এ-ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত না হয় সে লক্ষ্যে Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA) এবং Bangladesh Water Development Board (BWDB)-সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা জোরদার করতে হবে। হালদা নদীর তলদেশ পলি জমে ভরাট হয়ে গিয়েছে। উজানের পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ায় নদীর পানির লবণাক্ততা বেড়ে গিয়েছে। লবণাক্ততা রোধে জোয়ারের সময় কাপ্তাই বাঁধ থেকে প্রয়োজনমতো পানি ছাড়া যায় কি না সে ব্যাপারে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। যথাযথভাবে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment, EIA) এবং ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন না করে কোনো প্রয়োজনে হালদা নদী থেকে বিপুল পরিমাণ পানি সংগ্রহ বা প্রত্যাহার করা যাবে না। হালদা এবং কর্ণফুলী নদীর বিশেষ বিশেষ স্থানে ড্রেজিং করে পানিপ্রবাহ যথাযথভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

**১১.৬ মাটি-পানি-বায়ু-শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন**

ইটভাটাসহ বিভিন্ন শিল্পকারখানা থেকে নির্গত তরল-কঠিন-বায়বীয় বর্জ্য ও গৃহস্থালি বর্জ্য হালদা নদীর পানি, মাটি ও এলাকার বাতাসকে দূষিত করছে। এ-জন্য নদীর আশেপাশে মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। হালদা নদী এবং সন্নিহিত এলাকা দূষণমুক্ত রাখতে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান শিল্পকারখানা বা প্রকল্প স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। চট্টগ্রাম ওয়াসা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পৌর কর্তৃপক্ষকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট (Swege Treatment Plan, STP) স্থাপন করতে হবে। নদীসন্নিহিত এলাকা ও নদী অববাহিকায় কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার নিরুৎসাহিত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

**১১.৭ মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর যে কোনো কার্যাবলী**

হালদা প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ঐতিহ্যের নদী। হালদা বাংলাদেশের একমাত্র জোয়ার ভাটার নদী যেখানে কার্প জাতীয় মাছ অর্থাৎ রুই কাতলা মৃগেল কালিবাউস প্রভৃতি মাছ ডিম ছাড়ে এবং এই নদী থেকে নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয়। হালদা নদী স্থানীয়ভাবে বিপন্ন প্রাণী ডলফিনের আবাসস্থল। কিন্তু পানিদূষণের কারণে ডলফিনের সংখ্যা এখন আশংকাজনকভাবে কমে গিয়েছে। হালদা নদীর কোনো অংশকে ডলফিনের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা যেতে পারে। মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকর যে কোনো কার্যাবলী বন্ধের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং সে সব কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য স্থানীয় গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, ভিসিজি)-এর সমন্বয়ে পাহারা প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

**১১.৮ বসতবাড়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ**

নদীর উভয় পাশের বসতবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃবর্জ্য ও অন্যান্য তরলবর্জ্য এবং কঠিনবর্জ্য কোনো অবস্থাতেই নদীতে এবং নদীতীরবর্তী স্থানে নির্গমন করা যাবে না। এ-লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা হবে। কঠিনবর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ এবং তরলবর্জ্য নির্গমন বন্ধ করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় জনগণ এবং গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, ভিসিজি)-কে সক্রিয় করতে হবে।

**১১.৯ নদীর অববাহিকা ব্যবস্থাপনা**

হালদা নদীর প্রবাহ ও প্রতিবেশ সুরক্ষার জন্য অববাহিকাভিত্তিক (Basin-wide) সমন্বিত ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। সেই লক্ষ্যে নদীর অববাহিকার তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণে (Community-engaged) প্রতিবেশভিত্তিক (Ecosystem-based) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। নদীর অববাহিকায় ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে হালদানদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

**১১.১০ জনগণ ও অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম**

সন্নিহিত এলাকাসহ হালদা নদীর পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য এলাকার জনগণ এবং পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সকল সরকারি-বেসরকারি অংশী সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

**১১.১১ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প গ্রহণ**

হালদা নদীর সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), চট্টগ্রাম ওয়াসা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে। হালদা নদী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বা প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬-র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

**১২.০ হালদার প্রাকৃতিক জিন ব্যাংক সংরক্ষণ**

হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছের জিনের প্রাকৃতিক বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে ।

**১৩.০ ইকোলজিক্যাল ইনভেন্টরি এবং মনিটরিং**

ব্যবস্থাপনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে হালদা নদী ইসিএ-র প্রাকৃতিক সম্পদের একটি ইনভেন্টরি এবং পরিবেশগত অবস্থার বেইজলাইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পরিবর্তন পরিবীক্ষণের জন্য প্রতিবেশগত নির্দেশক (Ecological Indicator) নির্ধারণ করতে হবে। এ-ছাড়া শ্রেয়তর প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উন্নতি পরিবীক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর হালদা নদীর পানির গুণগত মান মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট সম্পর্কিত ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করবে। হালদা নদীর দূষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। হালদা নদীর দূষণরোধে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন অংশীজন (Stakeholder)-এর সহযোগিতায় হালদা নদী দূষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

**১৪.০ আইন প্রয়োগ**

হালদা নদী এলাকায় এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১০.০-এ বর্ণিত নিষিদ্ধ কার্যাবলীসহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোনো কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে তা প্রতিহত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ-জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ইসিএ কমিটি বা গ্রাম সংরক্ষণ দলের সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

**১৫.০ বিবিধ**

হালদা নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান বা প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য সংগঠিত গ্রাম সংরক্ষণ দলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকা উন্নয়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিকল্প জীবিকার জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ইসিএ ব্যবস্থাপনার মূলশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

স্থানীয় ভূমি প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয় গ্রাম সংরক্ষণ দলের সহায়তায় হালদা নদী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (Ecologically Critical Area, ECA) সীমানা নির্ধারণ ও চিহ্নিত করতে হবে। হালদা নদী ইসিএ-র জীববৈচিত্র্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ চিহ্নিতকরণসহ এলাকার ভূমি ব্যবহারের তথ্য-উপাত্ত তৈরি করতে হবে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:**

হালদা নদী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)-র পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকাটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য ইসিএতেও অনুসরণ করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা নির্দেশিকাটি পরিপালন করবে।